ঢাবি সিনেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন

৩৫ পদের ৩৩টিতে জয় নীল দলের

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

নানা নাটকীয়তার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনে বিপুল জয় পেয়েছে আওয়ামী লীগ ও বাম সমর্থিত শিক্ষকদের নীল দল। সিনেটের ৩৫ শিক্ষক প্রতিনিধির মধ্যে ৩৩টিতেই জয় পেয়েছে নীল দল। অন্যদিকে ৩৫ জনের পূর্ণ প্যানেল নিয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়ে মাত্র দুইটি পদ পেয়েছে সাদা দল। সোমবার সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ভোট গ্রহণের পর নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মো. কামাল উদ্দীন ফল ঘোষণা করেন। এবার ভোটার ছিলেন ১ হাজার ৫৯০ জন। এদিকে নির্বাচন চলাকালীন ১০৫ সদস্যবিশিষ্ট সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন না দেয়ার প্রতিবাদে মুখে কালো কাপড় বেঁধে মানববন্ধনে অংশ নেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী। এবারের নির্বাচনে প্যানেল নির্ধারণ নিয়ে নীল দলে ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১

৩৫ পদের ৩৩টিতে জয় নীল দলের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বিভক্তি প্রকাশ্য হয়ে ওঠে। নানা নাটকিয়তা শেষে দলটির বর্তমান আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. নাজমা শাহীনের নেতৃত্বে একটি প্যানেল জমা দেয়া হয় এবং উপাচার্য-বিরোধী নীল দলের শিক্ষকদের নেতৃত্বে আরেকটি প্যানেল জমা দেয়া হয়। পরে নীল কাগজ ব্যবহার ও আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে উপাচার্য-বিরোধী প্যানেলের ৩৫ প্রার্থীর মনোনয়নই বাতিল করা হয়। ওই দিন গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে নীল দলের শিক্ষকদের বৈঠক হয়। এদিকে নীল দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে সাদা দল সিনেট নির্বাচনে সুবিধাজনক অবস্থান তৈরি করতে পারবে বলে মনে করছিলেন শিক্ষকরা। কিন্তু বিগত শিক্ষক সমিতি নির্বাচন, ডিন নির্বাচনসহ অন্যান্য নির্বাচনের মতোই সাদা দলের ভরাডুবি হয়েছে।

নীল দল থেকে নির্বাচিতরা : লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ইন্সটিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. আফতাব আলী শেখ, অনুজীব বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সাবিতা রিজওয়ানা রহমান, অপরাধবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. জিয়াউর রহমান, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ডিন ও ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের অধ্যাপক ড. শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও আইন বিভাগের অধ্যাপক মো. রহমত উল্লাহ, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. আবু জাফর মো. শফিউল আলম ভূঁইয়া, কলা অনুষদের ডিন ও ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. ইসতিয়াক মঈন সৈয়দ, ফলিত গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবদুস ছামাদ, মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক মুবিনা নন্দকার, গণিত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক চন্দ্রনাথ পোদ্দার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসাইন, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আ ক ম জামাল উদ্দীন, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ও থিওরিটিক্যাল অ্যান্ড কম্পিউটেশনাল বিভাগের অধ্যাপক মো. আবদুল আজিজ, রোবটিক্স অ্যান্ড মেকাট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক লাফিফা জামাল, পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইন্সটিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. নাজমা শাহীন, অনুজীব বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মজিবুর রহমান, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের অধ্যাপক হাসিবুর রশীদ, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. সুব্রত কুমার আদিত্য, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. আবুল মনসুর আহাম্মাদ, জিন প্রকৌশল ও জীব প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো আফতাব উদ্দিন, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সুপ্রিয়া সাহা, ক্লিনিক্যাল ফার্মাসি অ্যান্ড ফার্মাকোলজি বিভাগের অধ্যাপক এসএম আবদুর রহমান, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জান্নাতুল ফেরদৌস, ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মাদ আলী আব্বাস, ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক কাজল কৃষ্ণ ব্যানার্জি, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. বায়তুল্লাহ কাদেরী, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. কাজী হানিয়াম মারিয়া, ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নুসরাত জাহান, ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এসএম রেজাউল করিম, ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক পাপিয়া হক, শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক মো. ফজলুর রহমান এবং আবহাওয়াবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. তৌহিদা রশীদ। (সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন ভোটের ক্রম অনুসারে নাম দেয়া হল)।

সাদা দলের দুই বিজয়ী : সাদা দল থেকে বিজয়ীরা হলেন— পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান এবং পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এবিএম ওবায়দুল ইসলাম। তাদের মধ্যে লুৎফর রহমান সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্তির তালিকায় ষষ্ঠ নম্বরে রয়েছেন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
এসোসিয়েট কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর